

অসহায়ের দায়িত্ব আপনার অনন্ত কল্যাণ এতিমান

আমরা দাতার জাতি। প্রতিটি দুর্যোগে-দুর্বিপাকে বার বার এর প্রমাণ পাই আমরা। উদ্ধৃত যে-কোনো বিপর্যয়ে সাধ্যমতো দান করে দুর্গত মানুষের দিকে বাড়িয়ে দেই মমতার হাত।

কেউ-বা করেন আরেকটু বেশি।
তারা দায়িত্ব নেন।

কোয়ান্টামের যাবতীয় সেবা-উদ্যোগগুলো সব এ দায়িত্বেরই দৃষ্টান্ত। স্বেচ্ছা রক্তদান থেকে মাতৃমঙ্গল, প্রবীণসেবা থেকে স্বনির্ভরায়ন—সবটাই লক্ষ মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানকে একত্র করে স্বতঃস্ফূর্ত দায়িত্ব নেয়ারই সার্থক ফসল।

ফাউন্ডেশনের এমনই একটি সফল কার্যক্রম এতিমান। এর আওতায় গত দু-যুগেরও বেশি সময়ে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে সহস্র শিশু—ওদের কেউ আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কেউ প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ, কেউ চিকিৎসক, কেউ-বা মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগকৃত সমাজকর্মী।

এতিমান কার্যক্রমের পরিধি হবে যত বিস্তৃত, ব্যক্তির পাশাপাশি সমাজ এবং রাষ্ট্রেও নিশ্চিতভাবেই তা ঘটাতে সুপরিবর্তন।

কোয়ান্টাম পরিবারের প্রিয় সদস্য ও শুভার্থী,
আপনিও দায়িত্ব নিন।

প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিন এতিমান কার্যক্রমে। ফাউন্ডেশনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একটি শিশু বেড়ে উঠুক আপনার সার্বিক সহযোগিতায়। বদলে যাক তার জীবন। বদলে যাক একটি পরিবারের ভাগ্য।

আর এই বহুমান দান বা সদকায়ে জারিয়া হোক আপনার এবং আপনার পরিবারের সুস্থতা, নিরাপত্তা ও অনন্ত কল্যাণের উৎস।

আপনাকে অগ্রিম অভিনন্দন!



বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্য : অন্যকে দানে উদ্বুদ্ধ করা

মওলানা ছায়ীদুল হক

ইসলামী চিন্তাবিদ ও খতিব

সূরা মাউন-এ আল্লাহ তায়ালা রসুল (স)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘(হে নবী!) তুমি কি কখনো চিন্তা করেছ, কোন ধরনের লোকেরা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে? এ ধরনের লোকেরা এতিমের সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে, অভাবগ্রস্তকে অনুদানে কোনো আগ্রহ বোধ করে না বা অন্যকেও উৎসাহিত করে না।’ (১০৭ : ১-৩)

এই আয়াতটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি—যারা বিশ্বাসী তারা এতিমকে লালন করবে এবং অসহায় জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করবে। আর এই ‘অনুদান’ শুধুই ক্ষুধা নিবারণ করা নয় বরং অসহায় মানুষের সকল প্রয়োজন পূরণের অর্থে বলা হয়েছে। দান করা যেমন আমাদের দায়িত্ব তেমনি অন্যকে দানে উদ্বুদ্ধ করাও আমাদের দায়িত্ব। আর এটি না করলে বিশ্বাসের অঙ্গহানি হয়।

কোরআনে আল্লাহ আরো বলেছেন : ‘বিশ্বাসী পুরুষ হোক বা নারী, যে-ই সৎকর্ম করবে তাকে দুনিয়ায় সার্থক জীবন দান করব এবং পরকালে সে তার কাজের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাবে।’ (১৬ : ৯৭)

বিশ্বাসী নারী হোক বা পুরুষ যার যেটুকু করার সুযোগ আছে, তাকে

সেটুকু করতে হবে। আর সার্থক জীবন পেতে হলে ‘আমলুস সালেহাত’ বা সৎকর্ম ও সেবায় জড়িয়ে থাকতে হবে।

সৎকর্ম ও সেবার অনেক সুযোগ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আমাদেরকে দিচ্ছে। কেউ বলতে পারেন, নিয়মিত এত সেবা-কাজ করি, আরো কেন করব? এক কর্মচারীকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি তো আট ঘণ্টা ডিউটি করছই, তারপর আবার রাত পর্যন্ত এত পরিশ্রম কেন করো? সে বলল—আমার দুটো সন্তান পড়ালেখা করে, বৃদ্ধ মা-বাবার ওষুধের খরচ আছে। বসে থাকলে তো চলবে না। তাই অতিরিক্ত উপার্জনের জন্যে ওভারটাইম করতে হয়।

দুনিয়া এবং আখেরাতে আমাদেরও এরকম বিশেষ খরচ আছে, যেখানে বিশেষ উপার্জন প্রয়োজন হবে। এজন্যে আল্লাহ ব্যবস্থা করে রেখেছেন রমজান মাস, শবে কদর ইত্যাদি বিশেষ সময়ে ওভারটাইম করে বেশি বেশি উপার্জন করার। আমরা যারা সৎকর্ম, দান এবং অন্যকে দানে উদ্বুদ্ধ করার সুযোগগুলো গ্রহণ করব, তারা আল্লাহর অতিরিক্ত রহমত লাভ করব। কিন্তু সময় ফুরিয়ে গেলে আর সম্ভব হবে না।

নিজেদের যেন বঞ্চিত না করি

সৈয়দ মুসতামা মুনিরুদ্দীন

ইসলামী গবেষক ও খতিব, দারুল হিকমাহ



এতিমের লালনপালন—প্রকৃতপক্ষে এটি শ্রষ্টার চাওয়া, শ্রষ্টা-নির্ধারিত একটি বিষয়। শ্রষ্টা সরাসরি বলেছেন, ‘তুমি এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না। কোনো সাহায্যপ্রার্থীকে তিরস্কার কোরো না।’ (সূরা দোহা : ৯-১০)

আমরা সূরা কাহাফ-এ বর্ণিত একটি ঘটনায় দেখি : মুসা (আ) আল্লাহ তায়ালা নির্দেশে একজন দরবেশের সাথে দেখা করতে যান। মুসা (আ)-কে নিয়ে দরবেশ তিনটি জায়গায় গেলেন এবং সর্বশেষ জায়গাটি ছিল একটি জনপদ। সেখানে মুসা (আ)-কে সঙ্গে নিয়ে দরবেশ একটা ভাঙা হেলে পড়া দেয়াল পুনর্নির্মাণ করলেন। দরবেশকে তিনি বললেন যে, ‘আপনি তো ইচ্ছে করলে এ-কাজের মজুরি নিতে পারতেন।’ ঘটনার ব্যাখ্যায় মুসা (আ)-কে দরবেশ বললেন, হেলে পড়া দেয়ালটির মালিক ঐ জনপদেরই দুই এতিম কিশোর। দেয়ালের নিচে ছিল তাদের সম্পদ। প্রতিপালকের ইচ্ছায় তিনি দেয়ালটি মেরামত করেছেন যেন এতিম দুই কিশোর সাবালক হওয়ার পর তাদের সম্পদ উদ্ধার করতে পারে।

এ ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি—এতিমের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া নবী-রসুল ও মহামানবদের কাজ। এটি আল্লাহর হুকুম। রসুল (স) এবং তাঁর সাহাবীরা সেই দৃষ্টান্তই রেখে গেছেন।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) নিজে কাঁধে করে এতিম অসহায়দের কাছে খাবার পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি তখন রাষ্ট্রের প্রধান, অথচ

গভীর রাতে বেরিয়ে পড়তেন এতিমদের ক্ষুধা দূর করার লক্ষ্যে।

অতএব এতিমের লালনপালন এবং তার সম্পদ সংরক্ষণ বিশ্বাসীদের দায়িত্ব। এই উপলব্ধি থেকেই এতিমদের দায়িত্ব নিয়েছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। বান্দরবানের লামায় আড়াই হাজারের বেশি শিশু-কিশোরের সার্বিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তাদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণেও সহযোগিতা করে যাচ্ছে কোয়ান্টাম।

তারা বেড়ে উঠছে একটা নিরাপদ এবং আনন্দময় পরিবেশে। কোনো শিশুর যখন বাবা-মা থাকে না, সে অনিশ্চয়তার মধ্যে বড় হয়। তার মধ্যে একটা শোক থাকে, দুঃখ থাকে। কিন্তু শিশু যখন বুঝতে পারে, সুখে-দুঃখে সব অবস্থায় তাকে দেখার কেউ আছে, সে শোক ভুলে থাকতে পারে। কেউ দায়িত্ব নিলে একটি শিশু কতটা নির্ভরতা পায়, সেটার প্রমাণ কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের শিশুদের সাফল্য। দেশের জন্যেও তারা সম্মান বয়ে আনছে। এ সবকিছুই সম্ভব হচ্ছে কোয়ান্টামের সদস্যদের সজ্জবদ্ধ প্রয়াসের ফলে।

বাস্তবতা হলো, এতিমের দায়িত্ব যিনি নেন, তার দায়িত্ব শ্রষ্টা নিয়ে নেন। যারা এতিমানে দান করছেন, তাদের জীবনে আসছে প্রশান্তি, নিরাময় ও সুরক্ষা। তাই আসুন, দাতা হই। এতিমের দায়িত্ব গ্রহণ করার এই সুবর্ণ সুযোগ থেকে আমরা যেন নিজেদের বঞ্চিত না করি।



হারিয়ে ফেলা সুন্নাহর পুনর্জাগরণ

ড. শেখ ওমর সুলেমান

প্রতিষ্ঠাতা, ইয়াকীন ইনস্টিটিউট ফর ইসলামিক রিসার্চ

‘মিটিং মুহাম্মদ (স)’ বইয়ের লেখক

এতিমের দায়িত্ব নেয়া সকল নবী-রসুলের শিক্ষা। আদাবুল মুফরাদের হাদীস : দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার আগে নবীজীর (স) শেষ কথাগুলোর একটি ছিল, ‘হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী যে, আমি মানুষকে দুই অসহায় শ্রেণির (এতিম ও বিধবার) প্রতি দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সতর্ক করেছি।’

নবীজীর (স) একটি হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি—কোনো জনগোষ্ঠী তার সবচেয়ে অসহায় ও দুর্বল সদস্যদের প্রতি কেমন আচরণ করছে, তার ভিত্তিতেই আল্লাহ সেই জনগোষ্ঠীর জন্যে রিজিক ও সাহায্য বরাদ্দ করেন। সূরা ফজর-এর ১৫-২০ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, এতিমের প্রতি সম্মানজনক আচরণ এবং অসহায় অভাবীকে অনুদান না করার কারণে রিজিক সংকুচিত করা হয়, অসম্মানিত করা হয়।

খেয়াল করুন, আল্লাহ কোন শ্রেণিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন? কোরআনের যত জায়গায় অসহায়দের প্রসঙ্গ এসেছে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মিসকিন বা অভাবীদের আগে আল্লাহ এতিমের কথা উল্লেখ করেছেন। নবীজী (স) ও তাঁর সাহাবীরা সারাজীবন এতিমের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। সাহাবীদের অনেকে এতিম ছিলেন।

রসূল (স)-এর খাদেম প্রখ্যাত সাহাবী আনাস ইবনে মালেক (রা), সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা (রা) ও জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত জুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা)—প্রত্যেকে এতিম ছিলেন। আরেক সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) মারা যাওয়ার পর তার ৭ এতিম সন্তানের দায়িত্ব নেন জুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা)। তিনি নিজে যেহেতু এতিম ছিলেন, তিনি খুব ভালো করেই জানতেন পিতার মৃত্যুর পর এতিম কত অসহায় হয়ে পড়ে। সহযোদ্ধার এতিম সন্তানদের দায়িত্ব নেয়া

সাহাবীদের জীবনচর্চার স্বাভাবিক অংশ ছিল। এটাকে তারা বোঝা বা বিড়ম্বনা মনে করতেন না।

ইসলামের ইতিহাসে বহু প্রসিদ্ধ ইমাম, আমীর, সেনাপতি, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী এতিম ছিলেন। লালনপালনকারীদের জন্যে এতিম শিশুরা কেবল দায়ভার ছিল না, বরং তারা অত্যন্ত মমতা যত্ন এবং সম্মানের সাথে পরিবারগুলোতে বেড়ে উঠেছে এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

একাধিক হাদীসে এসেছে, এতিমের প্রতি সদয় আচরণ অন্তরকে (ক্বালবকে) নরম করে, প্রশান্ত করে। আর মহাবিচার দিবসে প্রতিটি মানুষের একমাত্র প্রত্যাশিত জিনিসটি হলো একটি প্রশান্ত তৃপ্ত হৃদয়। নবীজী (স) আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি এতিমের (ভরণপোষণের) দায়িত্ব নেবে এবং তার প্রয়োজনগুলো পূরণ করবে, জাহান্নামের আগুন এবং লালনপালনকারী ব্যক্তির মাঝে সেই এতিম আড়াল হয়ে দাঁড়াবে।

পরকালে তারাই সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবেন যারা রসুলের (স) কাছাকাছি থাকবেন। এর তিনটি উপায়ের কথা হাদীসে বলা হয়েছে :

- ♦ সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া
- ♦ বেশি বেশি সেজদা
- ♦ নিয়মিত দরুদ পাঠ

তবে বুজুর্গরা বলেন, পৃথিবীতে যত প্রচেষ্টাই চালানো হোক, কেউই নিশ্চয়তা দিতে পারে না—নবীজীর কাছে ঠাই পাওয়ার মানদণ্ডে এই তিনটি কাজ আপনি যথেষ্ট পরিমাণে মজুদ করতে পেরেছেন কিনা। সেই বিবেচনায় নবীজীর (স) কাছাকাছি থাকার সবচেয়ে নিরাপদ ও নিশ্চিত পথ হলো এতিম শিশুকে মমতার সাথে লালনপালন করা।

স্রষ্টার রহমত লাভের পথ

অধ্যাপক ডা. আহমদ মরতুজা চৌধুরী

উপদেষ্টা, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন



এতিম শব্দটির ইংরেজি Orphan, এসেছে গ্রীক শব্দ Orphano থেকে, যার অর্থ নিঃসঙ্গ, নিরানন্দ, নির্বাক বা এমন জমি যা পতিত, যার যত্ন নেয়ার কেউ নেই। জমির ভালো যত্ন নিলে যেমন ভালো ফসল হয়, তেমনি আপনি যদি এতিমের জন্যে সহযোগিতার হাত বাড়ান, সেও বড় মানুষ হতে পারে, সফল হতে পারে।

সূরা বালাদ-এ আল্লাহ বলেছেন, ‘তুমি কি জানো ধর্মের দুর্গ কী? ধর্মের দুর্গ (নেক আমল বা সৎকর্মের সুউচ্চ স্তর) হচ্ছে (এক) দাসমুক্তি (অর্থাৎ একজন মানুষকে মনোজাগতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অর্থাৎ সকল ধরনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা), (দুই) দুর্ভিক্ষের দিনে অনুদান, (তিন) নিকটবর্তী এতিম বা ধূলিমলিন মিসকিন-অসহায়কে লালন এবং (চার) বিশ্বাসীদের সাথে সজ্ঞবদ্ধ হয়ে পরস্পরকে বিশ্বজনীন মমতা ও সবরে উদ্ধুদ্ধ করা। এরাই সফলকাম।’ (৯০ : ১২-১৮)

এখানে নিকটবর্তী এতিম, ধূলিমলিন মিসকিন অসহায়কে লালনের কথা বলা হয়েছে। এখানে কিন্তু দান বলা হয় নি, শব্দটি হলো ‘লালন’। যার অর্থ স্থায়ী সমাধান। তাই শুধু দান করলে হবে না, দায়িত্ব নিতে হবে। এতিমের জন্যে কোনো একমাসে কিছু দিলাম, পরের মাসে খবর নেই, এটা তো লালন হলো না। লালন হলো নিয়মিত যত্ন নেয়া, তাকে গড়ে তোলা।

কেউ ভাবতে পারেন, আমি এতিমের দায়িত্ব কীভাবে নেব? আমার আয়-ব্যয়ের হিসাব তো মেলাতে পারছি না। যদি শুধু নিজের কথা চিন্তা করি, কখনো হিসাব মেলাতো সম্ভব নয়। সবকিছুর হিসাব যিনি মেলান, সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহই আপনার জীবনের হিসাব মিলিয়ে দেবেন। আর সেজন্যেই ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে এতিম-অসহায়দের প্রতি হাত বাড়াতে হবে, তাদের দায়িত্ব নিতে হবে। তাহলে আল্লাহ তায়ালাও তার নীরব দানের হাত আপনার দিকে প্রসারিত করবেন।

আমরা দায়িত্ব নিয়েছি আপনিও এগিয়ে আসুন

৩১ দিন পর সন্তান সুস্থ হয়ে উঠল

মোহাম্মদ রেজাউল হক

অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা, ঢাকা। ২৯৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

২০১৮ সালে লামাতে এক প্রোগ্রামে এতিমান কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারি। তখন সরকারি চাকরি করতাম। সীমিত আয়ে চলতে হতো। মনে হলো, একজন এতিমের দায়িত্ব নেয়া কিছুটা কঠিন হবে। কিন্তু গুরুজীর আস্থানে এ কাজটির গুরুত্ব অনুধাবন করলাম এবং সাহস করে এতিমানে দান শুরু করলাম।



অবাক হয়ে দেখলাম, এ দানের অশেষ কল্যাণ। আমার পেশাগত কাজ সবসময়ই বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। আমি যে দায়িত্বে ছিলাম, সেখানে কেউ দুই-তিন বছরের বেশি কাজ করতে পারত না। কিন্তু এতিমানে দান শুরু করার পর সেখানে আমি সাফল্যের সাথে ছয় বছর দায়িত্ব পালন করেছি।

২০১৯ সালে আমি তৃতীয় সন্তানের বাবা হই। কিন্তু শিশু প্রিম্যাচিউরড, তার ওজনও ছিল বেশ কম। আমার স্ত্রীর অবস্থাও ছিল আশঙ্কাজনক। বাচ্চাকে ইনকিউবেটরে রাখা হলো। ডাক্তাররা কোনো আশার বাণী শোনাতে পারছিলেন না।

এসময় আমি সন্তানের সুস্থতার নিয়তে একবছরের জন্যে সদকা হিলিং জমা দিলাম ও এতিমান ফান্ডে দান করলাম। আল্লাহর অশেষ রহমতে ইনকিউবেটরে ৩১ দিন থাকার পরে আমাদের সন্তান সুস্থ হয়ে উঠল। এখন সে সুস্থ ও প্রাণবন্ত একটি শিশু।

এরপর ধাপে ধাপে আমি পরিবারের সবার নামে এতিমান ফান্ডে দান করেছি। আমার বিশ্বাস—এ দানের ফলে পেশাজীবনে অনেক চ্যালেঞ্জিং কাজ আমি সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি। চাকরি থেকে অবসরের পর ব্যবসাও শুরু করতে পেরেছি সুন্দরভাবে। সেইসাথে ব্যক্তিজীবন হয়েছে অনেক গোছানো এবং প্রশান্তিময়।

আল্লাহর রহমতের ছায়ায় আছি

ডা. জিনাত হাবিবা

ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা
৩২৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

কোয়ান্টামের এতিমান কার্যক্রম সম্পর্কে জানার পরই আমি এতে যুক্ত হই। কিন্তু এই সৎকর্মের গুরুত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম যখন একটি প্রোগ্রামে এ কথাটি শুনলাম—‘এতিমের মাথার ওপর যার হাত থাকে, আল্লাহর হাত তার মাথার ওপর থাকে।’



এরপর থেকে কখনো যদি এই দান জমা দিতে দেরি হয়ে যায়, বার বার মনে হয়—আমার মাথার ওপর থেকে আল্লাহর হাতটা বোধহয় সরে যাচ্ছে। এক ধরনের তাগিদ অনুভব করি সবসময়। এতিমানে দান করার মাধ্যমে অনুভব করি—আমি এবং আমার পরিবার আল্লাহর রহমতের ছায়ায় আছি।

সন্তানদেরকে আর রক্ত নিতে হয় নি

খতিজা বেগম

গৃহিণী, চট্টগ্রাম। ৩৩০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

এতিমানের কথা যখন শুনেছি, তখন আমার দুই সন্তানই থ্যালাসেমিয়ার রোগী। ৪-৫ বছর বয়স থেকেই তারা এ রোগে আক্রান্ত ছিল এবং ডাক্তার বলেছিলেন, নিয়মিত রক্ত নিতে হবে। কোয়ান্টামের একজন দায়িত্বশীল আমাকে বলেছিলেন, আপনি সন্তানদের সুস্থতার নিয়তে এতিমানে নিয়মিত দান করুন। আমি আগে থেকেই মাটির ব্যাংকে দান করতাম, তার কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি এতিমানেও শরিক হই।



শোকর আলহামদুলিল্লাহ, এতিমানে দান শুরু করার পর আজ এক যুগের বেশি সময় ধরে আমার দুই সন্তানকে আর রক্ত গ্রহণ করতে হয় নি। দুজনই সুস্থ আছে, ভালো আছে। অথচ ডাক্তার বলেছিলেন, ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে নিয়মিত রক্ত নিতে হবে।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পর থেকে আমি সবসময় ইতিবাচক থাকার চেষ্টা করেছি। তাই কী পেলাম আর কী পেলাম না—এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব কখনো আমার মধ্যে আসে নি। এটি আল্লাহর রহমত।

সবসময় বিশ্বাস রেখেছি, আমার জন্যে যা ভালো তা আমি পাচ্ছি এবং আল্লাহ আমাকে আরো দেবেন। মেডিটেশন চর্চা আমাকে এই বিশ্বাসে অটল থাকতে সাহায্য করেছে।

প্রতিকূল সময়েও দান বন্ধ করি নি

শাহনাজ বেগম

গৃহিণী, ঢাকা। ৫৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

২০০৪ সালে সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে ছয় মাসের ইন্টার্নশিপ শুরু করি। নিয়ত করেছিলাম চাকরি পেলে বেতনের এক-তৃতীয়াংশ সোল চাইল্ড বা এতিমান কার্যক্রমে দান করব। শোকর আলহামদুলিল্লাহ নিয়ত করার পরপরই আমার চাকরি হয়ে যায়। অর্থাৎ ইন্টার্নশিপ শেষ করার আগেই মাত্র তিন মাসের মাথায় আমি চাকরি পাই।



২০১৬ সালে হঠাৎ করে আমার স্বামীর চাকরি চলে যায়। বহুজাতিক একটি কোম্পানিতে তিনি কর্মরত ছিলেন। আর্থিকভাবে তখন বেশ অসুবিধায় পড়ি। সেই প্রতিকূল সময়েও আমি সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম যে, এতিমানসহ কোনো দান বন্ধ করব না। তবে এসময় স্বামীর ওপর কোনো চাপ পড়ুক তা-ও চাচ্ছিলাম না। আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছি যেন একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। সৌভাগ্যবশত তখন একটা টিউশনি পাই এবং তা থেকে নিয়মিত এতিমানে দান করতে থাকি।

ঠিক তিন মাসের মধ্যে আমার স্বামী দুটি চাকরির অফার পান। কাজিফত সুযোগ-সুবিধাসহ তিনি পুনরায় চাকরিতে যোগদান করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমি বঞ্চিতের জন্যে দান করে যেতে চাই।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধি এসেছে

জাফর সাদিক

নির্বাহী কর্মকর্তা, এসবিএসি ব্যাংক পিএলসি, ঢাকা
৩৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

২০১৬ সালে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পর থেকেই আমি এতিমানে দান করছি। তখন ব্যাংকে আমার চাকরি ছিল চুক্তিভিত্তিক। বেতন ১২ হাজার টাকা। আমি নিয়ত করে এতিমানে দান করতে থাকি যেন আমার চাকরি স্থায়ী হয়। আলহামদুলিল্লাহ, ২০১৯ সালে আমি কর্মস্থলে স্থায়ীভাবে নিয়োগ পাই এবং আমার বেতনও বাড়ে। এতে আমি খুব অনুপ্রাণিত হই এবং প্রতিমাসে ৮,০০০ টাকা করে এতিমানে দান করতে শুরু করি।

২০২০ সালে আমার প্রমোশন হয়। এরপর বেশ কয়েকটি ব্যাংকে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছি এবং চাকরিতে একাধিক প্রমোশন ও ইনক্রিমেন্ট হয়েছে।

আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই—আমার সন্তানরা মোবাইল আসক্তি থেকে মুক্ত, তারা পড়াশোনায় ভালো করছে, শারীরিকভাবেও তারা সুস্থ প্রাণবন্ত। আমি বিশ্বাস করি, এতিমানে দান করার ফলেই আমরা পরিবারের সবাই সুস্থ আছি, ভালো আছি। সেই ২০১৬ সালে এতিমানে যুক্ত হয়েছিলাম আর এখন ২০২৬, এর মধ্যে আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনেক সমৃদ্ধি এসেছে।



সচ্ছল ও দৃষ্টিভ্রামুক্ত জীবন যাপন করছি

মো. সফিকুর রহমান

ব্যবসায়ী, ঢাকা। ৩৩১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

এতিমানে কার্যক্রমে দান করার সবচেয়ে বড় তৃপ্তি হলো, এ অর্থে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জীবন গঠনে অবদান রাখা সম্ভব হয়। আর আমি কোন শিশুটির জন্যে ব্যয় করছি তা অজানা থাকে। ফলে দানের প্রদর্শনী বা অহমবোধ থেকেও মুক্ত থাকা যায়। নীরব ও গোপন দানের একটা অসাধারণ সুযোগ হলো এতিমান।

আল্লাহর কাছে শুকরিয়া—এ গোপন দানের বরকতে আমার সন্তানরাও আজ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সবাই ভালো আছে। আর আমার ২৫-৩০ লক্ষ টাকা ঋণ ছিল। ঋণ শোধ করে আমি এখন সচ্ছল ও দৃষ্টিভ্রামুক্ত জীবন যাপন করছি।



এ পর্যন্ত ছয়টি শিশুর দায়িত্ব নিয়েছি

রুমা রেবেকা রড্রিক্স

সমাজকর্মী, ঢাকা। ৩৮১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

২০১০ সালে আমি স্বামীকে হারাই। ২০১১ সালে আমার ক্যান্সার ধরা পড়ে। নিজেকে নিয়ে যখন লড়াই করছি, এসময় আমার এক সহকর্মী আমাকে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে নিয়ে এলেন। এ কোর্সে এসে আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল।

গুরুজীর আলোচনায় জেনেছি—দানের চেয়ে দায়িত্ব বড়। তাই ২০২৪ সাল থেকে আমি এতিমানে দান করছি। এ পর্যন্ত আমি ছয়টি শিশুর পুরো দায়িত্ব নিয়েছি। আমার পরিশ্রমলব্ধ সং উপার্জন থেকে

পরিচিতদেরও উদ্বুদ্ধ করি

তানিয়া আফরোজ

অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

২০১২ সাল থেকে এতিমানে দান করছি। তখন এর নাম ছিল সোল চাইল্ড বা আত্মিক শিশু। গুরুজীর একটি প্রোগ্রামে প্রয়াত মাওলানা ছায়ীদুল হকের আলোচনা শুনে আমার ভেতরে খুব আলোড়ন তৈরি করেছিল। সেখানেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি একটি শিশুর পুরো দায়িত্ব নেব।

এরপর আমি উপার্জনের ওপর ভিত্তি করে ধাপে ধাপে দানের পরিমাণ বাড়িলাম। আলহামদুলিল্লাহ, একসময় দুই জন শিশুর দায়িত্ব নিতে পেরেছি। এতিমানের টাকা আমি নিজের নামে, আমার সন্তানদের নামে, মায়ের নামে, প্রয়াত বাবার নামে ভাগ ভাগ করে জমা দেই। প্রতিমাসে সজ্ঞদান জমা দেয়ার পর আমার প্রায়োরিটি এতিমান। যখনই আমি অন্য কাউকে দানে উদ্বুদ্ধ করি, এতিমানের গুরুত্বটাই বেশি করে তুলে ধরি। দানের অনেক উপকার আমি নিজে পেয়েছি, তাই পরিচিতদেরও এতিমানের আওতায় আনার চেষ্টা করি।



সত্য ঠিকই প্রকাশিত হলো

কৃষ্ণা রানী মন্ডল

সহকারী শিক্ষক, ভোলানাথ বিশ্বেশ্বর হিন্দু একাডেমি, রাজশাহী
৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

২০১৮ সাল থেকে এতিমানে দান শুরু করি। গুরুজী একটি প্রোগ্রামে বলেছিলেন, যে এতিমের দায়িত্ব নেয় শ্রদ্ধা তার দায়িত্ব নেন। এই কথাটিই আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছিল।

২০২৩ সালে আমার কর্মস্থলে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়। অন্যভাবে বিভিন্ন অভিযোগ এনে আমার বেতন বন্ধ করে দেয়া হয়। স্কুল ফান্ড থেকে আরো কিছু টাকা আমার পাওনা ছিল, সেটাও আটকে রাখা হয়।

তখন নিয়ত করি, সত্য প্রকাশিত হলে এবং সমস্যার সমাধান হলে আমি স্কুল ফান্ড থেকে প্রাপ্য অর্থ এতিমানে দান করব। প্রভুর কৃপায় ২০২৪ সালে অভিযোগগুলো ভুল প্রমাণিত হলো এবং বেতনও চালু হলো। এরপর আমি এতিমানে দানের পরিমাণ বাড়িয়ে দেই। আমি বিশ্বাস করি, নিয়মিত দানের কল্যাণে আমাদের কাজগুলো সহজে সুসম্পন্ন হয়।



মানুষের জন্যে কিছু করতে পারছি—এটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া। আমাদের দুই সন্তান পৃথিবীতে নেই। কিন্তু আমার মাধ্যমে অন্য শিশুরা আলোকিত মানুষ হচ্ছে, এ সবকিছুই ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনার অংশ।

আমার স্বামী আমাকে সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। কিন্তু এটা পেতে আমাকে দীর্ঘ পাঁচ বছর আইনি লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে।

প্রতিটি ধাপে আমি সাফল্য পেয়েছি। ন্যায্য দামে সম্পত্তি বিক্রি করতে পেরেছি এবং এবছর ডিসেম্বর পর্যন্ত এতিমানের শিশুদের জন্যে দান সম্পন্ন করেছি।



এতিমের লালন ধর্মবাণী কী বলছে?

কোরআন

এতিমের প্রতি নিজের সন্তানের মতো সহানুভূতি

নিজে অসহায় সন্তান রেখে মারা গেলে, মৃত্যুকালে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমার মনে যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থাকত, সেই একই অনুভূতি এতিমের প্রতি প্রদর্শন করো। —সূরা নিসা : ৯

এতিমের সুব্যবস্থা করা উত্তম

তারা জিজ্ঞেস করছে, এতিমদের ব্যাপারে কী করব? বলো, ‘তাদের জন্যে সুব্যবস্থা করা উত্তম।’ আর তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাকো, তবে তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ অবশ্যই হিতকারী আর অনিষ্টকারীর মধ্যে পার্থক্য করবেন। —সূরা বাকারা : ২২০

এতিমের সম্পত্তি গ্রাসকারীর পরিণতি

যারা এতিমের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের পেট পরিপূর্ণ করছে আগুন দিয়ে। তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে চিরকাল।

—সূরা নিসা : ১০

এতিমদেরকে তাদের ধনসম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে। তাদের ভালো জিনিসের সাথে নিজের খারাপ জিনিসের অদলবদল করবে না। আর তোমাদের সম্পত্তির সাথে তাদের সম্পত্তি মিশিয়ে হজম করে ফেলবে না। নিশ্চয়ই এটা মহাপাপ। —সূরা নিসা : ২

হাদীস

দায়িত্ব গ্রহণকারীর পুরস্কার

আমি [নবীজী (স)] এবং একজন এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী, আমরা একসাথে জান্নাতে প্রবেশ করব। (তর্জনী ও মধ্যমা একসাথে তুলে দেখিয়ে বললেন, এই দুই আঙুলের মতো) জান্নাতে একসাথে থাকব।

—সহল ইবনে সাদ (রা); বোখারী, মুসলিম

কোন ঘরটি উত্তম

মুসলমানদের সে ঘরটি উত্তম, যেখানে এতিমের সাথে ভালো ও সম্মানজনক ব্যবহার করা হয়। আর নিকৃষ্ট ঘর সেটাই, যেখানে এতিমের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়।

—আবু হুরায়রা (রা); ইবনে মাজাহ, মুসলিম, মুফরাদ

এতিমের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি

অধীনস্থ ও এতিমদের তোমরা তোমাদের সন্তানদের মতো লালনপালন করবে। তোমরা যা খাবে, তাদের তা-ই খেতে দেবে।

—আবু বকর সিদ্দীক (রা); ইবনে মাজাহ

বাইবেল

পিতৃহীনের অধিকার রক্ষা

সৎকর্মে নিবেদিত হও, ন্যায়ের সন্ধান করো, অত্যাচারিতকে সাহায্য করো, পিতৃহীনের অধিকার রক্ষা করো ও বিধবাদের পক্ষে কথা বলো।

—যিশাইয় ১:১৭

এতিমের সাথে অন্যায়ের শাস্তি

কোনো বিধবা এবং অনাথকে কষ্ট দিও না। তুমি যদি তা করো, আর তারা আমার কাছে ফরিয়াদ জানায়, তবে এর প্রতিফল তুমিই ভোগ করবে।

—যাত্রাপুস্তক ২২:২২-২৩

বেদ

অনাথ শিশুর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ

হে অশ্বযুক্ত রাজা এবং রাজ্ঞী, আপনারা অনাথ বালকগণের রক্ষার জন্যে অবশ্যই আগমন করুন। স্বর্গকে ত্যাগ করে অনাথগণের রক্ষার জন্যে গমন করুন। এই অনাথ শিশুগণের জন্যে বাধকরহিত দৃষ্টবিবর্জিত বিস্তীর্ণ গৃহ নির্মাণ করে দিন এবং সেখানে যে অদানশীল শত্রুভূত প্রজাসমূহ রয়েছে, সেখান থেকে তাদের পৃথক করে দিন। কেননা অদানী তথা কৃপণগণ থাকার কারণে অনাথ শিশুগণের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ হবে না।

—ঋগ্বেদ ৮.৯.০১

ভাষ্য : পণ্ডিত শ্রী শিবশঙ্কর শর্মা
কাব্যতীর্থ, আর্যসমাজ

নিরন্নকে অন্নদান

প্রকৃত নিরন্ন মানুষকে যে অন্নদান করে, সে পরলোকে স্বর্গে গমন করবে।

—ইতিবুড়ক : ২৬

বুদ্ধবাণী

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ

২০০১ সালে লামার বধিত
৭ জন শিশুকে নিয়ে শুরু
হয় এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের
কার্যক্রম। ২৬ বছরের
যাত্রায় ছেলে ও মেয়ে
শিক্ষার্থীরা শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই
নয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক
পর্যায়ে ক্রীড়াঙ্গনে এনেছে
অসাধারণ সাফল্য।

হাফেজিয়া মাদ্রাসা

২০২২ ও ২০২৩ সাল থেকে
এতিম-অসহায় ছেলে ও
মেয়েশিশুদের নিয়ে পরিচালিত
হচ্ছে হাফেজিয়া মাদ্রাসা।
ইমাম গাজ্জালি (র)
হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও মুহাদ্দিসা
আসমা (রা) হাফেজিয়া
মাদ্রাসায় মোট ৭৫ জনের
পড়াশোনা ও ভরণপোষণের
দায়িত্ব নিয়েছে কোয়ান্টাম।

ভোকেশনাল

২০১৯ সালে কারিগরি
শিক্ষার অধীনে ৯ম-১০ম
শ্রেণির ভোকেশনাল কার্যক্রম
শুরু হয়। একাডেমিক
পড়াশোনাসহ হাতে-কলমে
শেখার জন্যে রয়েছে
ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন,
উড ওয়ার্কিং, আইটি সাপোর্ট
এন্ড আইওটি বেসিকস এবং
পেশেন্ট কেয়ার।

এতিমান কার্যক্রম সম্মানের সাথে বেড়ে উঠছে শিশুরা

মুহাদ্দিসা আসমা (রা) হাফেজিয়া মাদ্রাসার
শিক্ষার্থীদের একাংশ।



ইমাম গাজ্জালি (র) হাফেজিয়া মাদ্রাসার
শিক্ষার্থীরা।



সফল জীবন গড়ার প্রত্যয় নিয়ে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে বেড়ে উঠছে আড়াই সহস্রাধিক শিশু। এ পর্যন্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়েছে ২৯৩ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সম্পন্ন করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে ৩৫ জন।

এতিমের দায়িত্ব নিন

নিশ্চিত হবে দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি

এগারো শতকের মাঝামাঝি। খোরাসানের এক দরিদ্র পিতা মৃত্যুশয্যায় তার সমস্ত সঞ্চিৎ অর্থ তুলে দিলেন এক সুফি বন্ধুর হাতে। অনুরোধ করলেন, তার দুই নাবালক পুত্রকে তিনি যেন লেখাপড়া করান। এতিম দুই ভাই মুহাম্মদ ও আহমদ তার তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠতে লাগল। কয়েক বছর পাঠদানের পর টাকাপয়সা ফুরিয়ে গেল। সুফির পরামর্শে দুই ভাই ভর্তি হলো তুস শহরের এক মাদ্রাসায়, যেখানে রয়েছে বিনামূল্যে লেখাপড়া ও থাকা-খাওয়ার সুযোগ। মেধাবী মুহাম্মদ ও আহমদের জ্ঞানচর্চার রাস্তা খুলে গেল। পরবর্তীতে দুই ভাই-ই সে-সময়ের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানকেন্দ্র বাগদাদে নিজামিয়ার প্রধান অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেন। বড় ভাই মুহাম্মদ ইতিহাসে বিখ্যাত হয়েছেন ইমাম আল-গাজ্জালি (১০৫৮-১১১১) নামে।

বিশ শতকের আরেকটি ঘটনা। ঘটনাস্থল নীলনদ তীরবর্তী একটি নিভৃত গ্রাম সাফত তুরাব। দুই বছর বয়সে ইউসুফের বাবা মারা গেলেন। পরম মমতায় এতিম শিশুটির দায়িত্ব নিলেন কৃষক চাচা। গ্রামের কুতুবখানায় ইউসুফকে তিনি ভর্তি করে দিলেন। মেধাবী ইউসুফ মাত্র নয় বছর বয়সে কোরআনে হাফেজ হলো। তার স্বপ্ন জীবনে সে বড় কিছু করবে। তার মা ও চাচা তাকে ভর্তি করালেন শহরের প্রসিদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। মেধাবৃত্তির জোরে ইউসুফের উচ্চতর জ্ঞানচর্চার সুযোগ সৃষ্টি হলো। তিনি বিশ শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ধর্মতাত্ত্বিক আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী (১৯২৬-২০২২)।

দুটো ঘটনার মাঝে সময়ের ব্যবধান সাড়ে আট শ বছরের বেশি এবং ভৌগোলিক দূরত্ব ৩,৫০০ কিলোমিটার। দুই ভিন্ন মহাদেশে অভিন্ন অর্জন। এতিম শিশু মেধাবিকাশের সুযোগ পাওয়ায় সভ্যতার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পেরেছে।

ঘটনা দুটো মোটেও বিচ্ছিন্ন উদাহরণ নয়। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীস সংকলন বোখারী শরীফ-এর সংকলক ইমাম বোখারী (র) এবং এই গ্রন্থের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা ফাতহুল বারী-র রচয়িতা ইমাম ইবনে হাজার আশকালানী (র) উভয়েই এতিম ছিলেন। ফিকহ শাস্ত্রের পুরোধা ইমাম মালিক, শাফী, আহমদ ইবনে হাম্বল, সুফিয়ান সাওরি, ইবনে আমর আল-আওয়জাই (র), আল বেরুনী, ওমর খৈয়াম, শেখ সাদী, হাফেজ সিরাজী, নাসিরুদ্দিন তুসী, ইবনে খালদুন—প্রত্যেকেই ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে বা শৈশবে বাবাকে হারিয়েছেন। কেউ না কেউ তাদের বিকাশে অবদান রেখেছেন বলেই তারা সভ্যতার জন্যে সম্পদ হয়েছেন।

প্রিয় দাতা, এতিমের সম্মানজনক লালনপালনের সুযোগ আপনারও রয়েছে। আমাদের দেশে কেবল মমতাপূর্ণ সুযোগের অভাবে লক্ষ লক্ষ শিশু অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও অপরাধের অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি বদলাতে দীর্ঘ তিন দশক ধরে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। সময় মেধা শ্রম ও অর্থ দিয়ে আপনিও এতে অংশ নিন।

আপনার সহযোগিতা দেশ ও জাতিকে উপহার দেবে সফল গবেষক, লেখক, বিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা—যারা গড়ে তুলবে ভালো মানুষের ভালো দেশ স্বর্গভূমি বাংলাদেশ।

এককভাবে বা কয়েকজন মিলে
এক বা একাধিক
এতিম-অসহায় শিশুর দায়িত্ব নিন

একটি শিশুর সার্বিক যত্নায়নে
গড় মাসিক ব্যয়

১১,৫০০ টাকা

সারাদেশে কোয়ান্টাম অফিসে সরাসরি
দানের পাশাপাশি আপনি অনলাইনেও
অনুদান পাঠাতে পারেন
donate.qm.org.bd



বিকাশ ও নগদ

01315-393646

Payment/ Merchant payment

Counter No-1